তারিখ 2 5 MAY 1989 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ... 17

দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরি... ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এইচ,এস,সি কেন্দ্র বহাল রাখুন

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলার বাইরে কোন এইচ, এস,সি পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে না। যেহেতু করটিয়ার সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি একটি ইউনিয়নে অবস্থিত, সেহেতু এখানকার এইচ, এস, সি পরীক্ষার কেন্দ্রটি বাতিল হয়ে গেয়েছে। এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা সদরে। চলতি বছর সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এইচ, এস, সি পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক। এতগুলো পরীক্ষার্থীর টাঙ্গাইল শহরে থাকা খাওয়াসহ অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রীদের অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ৬টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং ৫টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সসহ আই, সি, এম এ কোর্সও চালু রয়েছে। শুধু তাই নয় এখানে স্নাতক (পাস ও সম্মান), এম এ, প্রথম ও শেষ পর্বের কেন্দ্র, আইন ও আই, সি, এম কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সরকারী চাকরির নির্বাচনী পরীক্ষা এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেখানে উচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে সেখানে এইচ এস, সি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করার প্রশ্ন উঠা উচিত নয়। বিশেষ বিবেচনায় এখানকার এইচ এস, সি পরীক্ষা কেন্দ্রটি বহাল রাখা দরকার।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক, ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সহ মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো: হায়দার আলী,
অর্থনীতি (সম্মান) তৃতীয় বর্ষ,
১১৩/ সি, এস, হল, সা'দত
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
করটিয়া, টাঙ্গাইল-১৯০৩।

৮৬'র অনার্স পরীক্ষার ফল কবে পাব?

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৮৬ সালের বি,এ অনার্স (সনাতন) পরীক্ষায় অংশ নিই। সবশেষ পরীক্ষা গৃহীত ৮৮'র জুলাইতে। দীর্ঘ সাড়ে দশ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ফল প্রকাশ না হওয়ার কারণ আমাদের বোধগম্য নয়। ইতোমধ্যে কয়েকটি বিভাগের ফল প্রকাশিত হয়েছে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। এবারের বি, সি, এস পরীক্ষায় অংশ গ্রহনের শেষ তারিখ ১০ই জুন। সুতরাং এরই মধ্যে যদি আমরা ফলাফল জানতে না পারি তবে এবারের বি, সি, এস থেকেও আমরা বাদ যাচ্ছি। একদিকে অনার্স সম্পন্ন করতে আমাদের জীবন থেকে ৩ বছর হারিয়ে গেছে। আর আমরা হয়ত তলিয়ে যাব হতাশার অতল গহ্বরে যদি না এমাসের মধ্যেই ফল প্রকাশিত হয়। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশেষ করে বাংলা বিভাগের ফল প্রকাশিত হয় অন্যান্য বিভাগের পরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন যথাশীঘ্র সম্ভব ফল প্রকাশ করে আমাদেরকে হতাশ মুক্ত করুন।

সুকুমার দাস
বাংলা বিভাগ
আনন্দমোহন কলেজ,
ময়মনসিংহ।

শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন

উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিতে সরকারী হাই স্কুলে কামিল ও স্নাতক পাস শিক্ষ... গণ ১৯৮১ সালে উচ্চতর বেত... ক্রম পাইয়াছেন। কিন্তু ঢা... বিভাগের কতিপয় কামিল পা... শিক্ষক উক্ত সুবিধা হতে অদ্য... বধি বঞ্চিত রহিয়াছেন। অনে... আবেদন নিবেদনের পর ঢা... অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা... পরিদপ্তরের মাননীয় উপ-পরি... চালক বঞ্চিত শিক্ষকগণকে উ... তর বেতনক্রম প্রদানের অনু... দিতে শুরু করিয়াছিলেন। ফ... লশ্রুতিতে শিক্ষকগণ ১৫/২০ হা... টাকার বকেয়াসহ আর্থিক... দিয়া কিঞ্চিত উপকৃত হই... যাইতেছিলেন। কিন্তু আঞ্চলি... অফিসের আওতাবহির্ভূত হও... কারণ দেখাইয়া গত ২-৪-৮৯ তারিখে ৫০৪৩/৩ সস নং স্মা... মারফত মাননীয় মহাপরিচাল... মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অ... দপ্তর বাংলাদেশ উক্ত অনু... বাতিল ঘোষণা করেন। ফ... আঞ্চলিক দপ্তর পুনর্গঠিত... যার পূর্বে প্রদত্ত অনুমতি ... থাকে এবং মাত্র নয় জন ... ভাগ্য কামিল পাস শিক্ষক বা... ঘোষণার আওতায় পড়িয়া ... করা মুরগির মত ছটফট ক... তেছেন। যাহারা বকেয়া বে... তুলিয়াছেন তাহাদিগকে ... ফেরত দেওয়ার আদেশ দে... হইয়াছে এবং পূর্বতন নি... স্কেলে মাসিক বেতন তু... বাধ্য হইতেছেন। না পাই... চাইতে পাইয়া হারানোর ... নার কথা কি কর্তৃপক্ষ এ... বিবেচনা করিতে পারেন? ... আঞ্চলিক অফিসের আ... বাতিল করার সাথে সাথে ... নীয় মহাপরিচালক কি ... ঘোষণার শিকার ... শিক্ষকদের নতুনভাবে উ...

(২-এর পাতায় দেখুন)।

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

...বেতন ক্রম প্রদানের অনুমতি দিতে পারিতেন না?

উপ-পরিচালক ও মহা পরিচালকের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পিষ্ট, ভাগ্য বিড়ম্বিত ও পাইয়া হারাইবার বেদনায় বিপর্যস্ত উক্ত নয় জন কামিল পাস শিক্ষকের উচ্চতর বেতন ক্রম পাওয়ার পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন।

১। মো: আবু বকর
২। নাজমুস সাকিব
বাসাবো, ঢাকা।

৪৭